যুগান্তর

তারিখ 13 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

০০ Report

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

রূপ নিচ্ছে প্রযুক্তি চর্চাকেন্দ্রে

● ক্যাম্পাস প্রতিবেদক

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। জেলা শহর থেকে আট কিলোমিটার দক্ষিণে সোনাপুর-চরজব্বর সড়কের পশ্চিমপাশ ঘেঁষা, ছায়াঢাকা, নীল-সবুজের দিগন্তবেষ্টিত বিস্তীর্ণ প্রান্তরের একপ একর ছায়াগাছুড়ে কোলাহলমুক্ত, নিরিবিলি পরিবেশে এর অবস্থান। ২০০৩ সালের ২৫ আগস্ট প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে 'নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট-২০০১' কার্যকর হয়। ২০০৫ সালের ২৪ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ৬ এপ্রিল ২০০৬ সালেক প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রমের সূচনা করেন।

বুয়েট বিআরটিসি : নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ছিল সরকারের একটি অগ্রাধিকার প্রকল্প। এর প্রাক্কলিত বাজেট ছিল ৩১ কোটি ১৫ লাখ টাকা। জুন ২০০৬ সালে প্রকল্প শেষ হয়ে গেছে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর এর নির্মাণ কাজ তত্ত্বাবধান করছে। বুয়েটের বিআরটিসি (ব্যুরো অব রিসার্চ টেস্টিং এন্ড কনসালটেশন) এ প্রকল্পের পরামর্শক হিসেবে নিয়োজিত আছে। বিআরটিসির বিশেষজ্ঞরা নিয়মিতভাবে প্রকল্পস্থল পরিদর্শন করেন। ঠিকাদার ও ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং নমুনা নির্মাণ কাজ প্রত্যক্ষ করেন।

নির্মাণ কাজ : প্রকল্পভুক্ত নির্মাণকাজে তৈরি হয়েছে দোতলা একটি প্রশাসনিক ভবন, পাঁচতলা একটি একাডেমিক ভবন, একটি ছাত্র ও একটি ছাত্রী হলের অংশবিশেষ, উপাচার্যের অফিস-বাসভবন, শিক্ষক-কর্মকর্তা ডরমিটেরি, শিক্ষক-কর্মকর্তা বাসভবন ও স্টাফ ডরমিটেরি, ষাট একর ভূমি উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও কালভার্ট নির্মাণ, ৫০০ কেভি ইলেকট্রিক সাবস্টেশন ও সঞ্চালন লাইন তৈরি, একটি নয়নাভিরাম লেক ও পুকুর খননের কাজ।

বিভাগ : বিশ্ববিদ্যালয়ের গত দুই সেশনে অর্থাৎ ২০০৫-০৬ এবং ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে চারটি বিভাগ যেমন ১. কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ২. ফিশারিজ এন্ড মেরিন সায়েন্স ৩. ফার্মেসি এবং ৪. এপ্লায়েড কেমিস্ট্রি এন্ড কেমিক্যাল টেকনোলজিতে প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ৩৬০ ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়ে অধ্যয়ন করছে। প্রতি বছরই ১৮০টি আসনের জন্য প্রায় চার হাজার প্রার্থী আবেদন করছে। ইতিমধ্যে ২০০৫-০৬ ব্যাচ তাদের তৃতীয় সেমিস্টার এবং ২০০৬-০৭ ব্যাচ তাদের প্রথম সেমিস্টার সম্পন্ন করেছে।

শিক্ষক নিয়োগ : সরকার কর্তৃক গঠিত সিলেকশন কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হয়েছে একঝাঁক তরুণ ও মেধাবী শিক্ষক। যারা বিরামহীনভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এ নতুন বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষা কার্যক্রম।

কারিকুলাম বা পাঠক্রম : চার বছর মেয়াদি স্নাতক সম্মান ডিগ্রি আট টার্মে মোট ১৫৫-১৬৮ ক্রেডিট আওয়ারে সম্পন্ন হবে। মেজর সাবজেক্টগুলোর সঙ্গে মাইনর সাবজেক্ট হিসেবে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞান, বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ফাউন্ডেশন ইংলিশ, বেসিক কম্পিউটার, একাউন্টিং, লোকপ্রশাসন, মনোবিজ্ঞান এবং পরিবেশ আইন প্রভৃতি পড়তে হবে। নন-মেজর সাবজেক্টগুলোকে ডিপার্টমেন্টাল রিকয়ারমেন্ট, ইউনিভার্সিটি রিকয়ারমেন্ট এবং ন্যাশনাল রিকয়ারমেন্ট গ্রুপে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এগুলো সব ছাত্রছাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক। দক্ষতা অর্জনের জন্য বর্তমানে এ ধরনের সাবজেক্ট অন্য কোন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। এসব বিষয় অধ্যয়ন করলে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ইংরেজিতে পারদর্শিতা অর্জন করবে এবং দক্ষ জনশক্তি হিসেবে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হবে।

আবাসন সুবিধা : এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এখনও শতভাগ আবাসিক সুবিধা পেয়ে আসছে। সব ছাত্রছাত্রীকে সকাল বেলার নাস্তাসহ তিনবেলা ডাইনিংয়ে পরিবেশিত খাবার গ্রহণ করতে হয়। যদিও ছাত্রছাত্রীদের জন্য এখনও ক্যাম্পাসে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা তৈরি হয়নি, তবুও হলের ডাইনিং রুমের এক কর্নারে ডিশসহ টিভি এবং অন্যপাশে বিভিন্ন পত্রিকা পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। হলে ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, দাবা ও ক্যারম খেলার ব্যবস্থাও আছে।

ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাস : এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমকে গতিশীল ও নির্বিঘ্ন রাখার স্বার্থে আগামী বিশ বছর ক্যাম্পাসে দলীয় রাজনীতি ও অন্য কোন দলাদলি থেকে মুক্ত থাকার জন্য লিখিতভাবে অঙ্গীকার করেছে। এর আগে উপাচার্য অফিসে নোয়াখালীর সুশীল সমাজের একটি বৃহৎ অংশও ক্যাম্পাসটি রাজনীতিমুক্ত রাখার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছে।

বৈশিষ্ট্য : ক. শহরের কোলাহলমুক্ত খ. রাজনীতিমুক্ত গ. ধূমপানমুক্ত ঘ. সেশনজটমুক্ত ঙ. অত্যাধুনিক ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ ল্যাব চ. অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব ছ. যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব এবং জ. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরযুক্ত সুপরিসর শ্রেণীকক্ষ।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা : নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার জনসাধারণের হাজার বছরের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। আগামী দশ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় বিশটি বিভাগ গড়ে উঠবে। প্রায় সাত হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করবে। প্রযুক্তির উন্নয়ন ও উদ্ভাবন হবে। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় পর্যায়ে এখানে প্রযুক্তি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। ক্যাম্পাসে একটি বিশাল আকৃতির ওয়ার্কশপ থাকবে, যেখানে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা নিজেদের উদ্ভাবনকে পাইলট প্লান্টে রূপ দিতে সক্ষম হবে।